ঢাকা আহছানিয়া মিশন
স্বাস্থ্য সেক্টর
রোড সেফটি প্রকল্প

আলোকিত বাংলাদেশ

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/nagar-mohanagar/68983

সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় 'সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক' শীর্ষক লাইভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ ২৯তম পর্বে বক্তারা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন। সম্প্রতি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় 'সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক' শীর্ষক লাইভ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা-০২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, মহিলা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি অ্যাডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক কাজী মো. সাইফুন নেওয়াজ। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে সড়কে প্রতি বছর প্রায় ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন অ-প্রাণঘাতী জখম থাকে। বিশ্বে যতগুলো কারণে মানুষ মারা যায়, এর মধ্যে অষ্টম কারণ হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। তিনি আরোও বলেন, বাংলাদেশে চালক ও পথচারী উভয়ের জন্য কঠোর বিধান যুক্ত করে কার্যকর করা হয়েছে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮। তবে, বর্তমান আইনটির এখনও কিছু দুর্বল দিক রয়েছে, যার জন্য সড়ক ব্যবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ চলতি বছরে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার। গাড়ির গতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া, চালক ও যাত্রীদের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক, মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার, শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সংশোধিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত জরুরি। বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি এমপি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে

the daily observer
We stand for people's rights

https://www.observerbd.com/news.php?id=321370

‘Strict laws and its implementation needed to prevent road accident’

Published : Sunday, 11 July, 2021 at 12:00 AM

Staff Correspondent

Strict laws and its proper implementation are needed to prevent the road accident in Bangladesh. The discussants all are agreed at this point ata live discussion programme titled "Corona Dialogue Episode 29: Safe Roads for a Safe Life" was held on Saturday organised by Dhaka Ahsania Mission Health Sector.
Heroic freedom fighter Mir Mushtaque Ahmed Robi, Member of Parliament (Satkhira-02), Nadira Yasmin Jolly, Member of Parliament for Women Reserved seat-42, Khandaker Rakibur Rahman, Executive Director of Dhaka Transport Coordination Authority, Global Road Safety Advocacy and Grant Program Manager Taifur Rahman took part in the discussion.
The programme was moderated by Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector of Dhaka Ahsania Mission.
Kazi Md. Shifun Newaz, Assistant Professor, Accident Research Institute of BUET, presented the keynote paper at the event. He said that according to the World Health Organization, about 1.3 million people die on the roads every year in the world and 20 to 50 million non-fatal injuries occur. Road accidents are the 8th leading cause of death in the world and first leading cause of the young people. He also said that the Road Transport Act 2018 has been implemented in Bangladesh by adding strict provisions for both drivers and pedestrians. However, there are still some gaps in the current law for which road users are being victims of violations and accidents. The government has again taken initiative to amend the Act this year. It is imperative to include in the amended law specifying the speed of the vehicle, mandatory use of seatbelts for drivers and passengers, use of standard helmets, ensuring safe seats for children, etc.
Heroic freedom fighter Mir Mushtaque Ahmed Robi, MP said, "We have to change our mentality to prevent road accidents and abide by the law." He also emphasizes on standard helmets and seatbelts for all. He added that the driver must be thoroughly tested before being licensed. Licenses cannot be issued to incompetent or underage people/driver. Everyone needs to be aware of the law as well.

বার্তা ২৪ ডট কম

https://barta24.com/details/national/129399/strict-laws-are-needed-to-prevent-road-accidents

‘সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন’

করোনা সংলাপ

বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার অন্যতম কারণ আমরা আইন মেনে চলি না । তাই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন।

শনিবার (১০ জুলাই) ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ ২৯তম পর্বে বক্তারা এ কথা বলেন। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় ‘সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক’ শীর্ষক এই আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা -০২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, মহিলা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক কাজী মো. সাইফুন নেওয়াজ। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে সড়কে প্রতি বছর প্রায় ১.৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন অ-প্রাণঘাতী জখম থাকে। বিশ্বে যতগুলো কারণে মানুষ মারা যায় তাদের মধ্যে ৮ম কারণ হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা।

তিনি আরোও বলেন, বাংলাদেশে চালক ও পথচারী উভয়ের জন্য কঠোর বিধান যুক্ত করে কার্যকর করা হয়েছে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮। তবে, বর্তমান আইনটির এখনও কিছু দুর্বল দিক রয়েছে যার জন্য সড়ক ব্যবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ চলতি বছরে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার। গাড়ির গতি নিদিষ্ট করে দেওয়া, চালক ও যাত্রীদের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক, মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার, শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সংশোধিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত জরুরি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি এমপি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে আইনকে মেনে চলতে হবে। তাছাড়া মানসম্মত হেলমেট ও সিটবেল্ট উপরে গুরুত্বরোপ করেন তিনি । তিনি আরও বলেন, চালককে লাইসেন্স দেওয়ার আগে ভালো করে পরীক্ষা নিতে হবে। অদক্ষ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে লাইসেন্স দেওয়া যাবে না । আইনের পাশাপাশি প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে।

নাদিরা ইসলাম জলি এমপি বলেন, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার অন্যতম কারণ আমরা আইন মেনে চলি না । যত্রতত্র ও অমনযোগীভাবে রাস্তা পারাপার হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন

পদক্ষেপ নিয়েছে। যার মধ্যে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে, যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। যদি আইন সঠিক ভাবে মেনে চলি, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও কঠোর আইন আছে । যেটার কিছু সংশোধন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, সরকার বর্তমান সড়ক আইনটি পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংশোধনের জন্য সুপারিশ সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে।

শেয়ার বিজ

https://sharebiz.net/%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-2/

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন

জুলাই ১১, ২০২১ ১২:০০ এএম
শেয়ার বিজ নিউজ

শেয়ার বিজ নিউজ

নিজস্ব প্রতিবেদক: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপের ২৯তম পর্বে বক্তারা সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন। গতকাল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় 'সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক' শীর্ষক লাইভ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি অ্যাডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এআরআই) সহকারী অধ্যাপক কাজী মো. সাইফুন নেওয়াজ। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে সড়কে প্রতি বছর প্রায় ১৩ লাখ মানুষ মারা যায় এবং ২ থেকে ৫ কোটি অ-প্রাণঘাতী জখম থাকে। বিশ্বে যতগুলো কারণে মানুষ মারা যায় তার মধ্যে অষ্টম কারণ হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে চালক ও পথচারী উভয়ের জন্য কঠোর বিধান যুক্ত করে কার্যকর করা হয়েছে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮। তবে বর্তমান আইনটির এখনও কিছু দুর্বল দিক রয়েছে, যে কারণে সড়ক ব্যবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ চলতি বছরে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গাড়ির গতি নির্দিষ্ট করে দেয়া, চালক ও যাত্রীদের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার, শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সংশোধিত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত জরুরি।

মীর মোস্তাক আহমেদ রবি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে আইন মেনে চলতে হবে। তাছাড়া মানসম্মত হেলমেট ও ছিটবেল্ট ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, চালককে লাইসেন্স দেয়ার আগে ভালো করে পরীক্ষা নিতে হবে। অদক্ষ ও অপ্রাপ্তবয়স্ক কাউকে লাইসেন্স দেয়া যাবে না। আইনের পাশাপাশি প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে।

নাদিরা ইসলাম জলি বলেন, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার অন্যতম কারণ আমরা আইন মেনে চলি না। যত্রতত্র ও অমনোযোগীভাবে রাস্তা পারাপার হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যার মধ্যে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে, যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। যদি আইন সঠিকভাবে মেনে চলি, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

একটি নিরপেক্ষ সংবাদপত্র
দৈনিক পত্রদূত
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব শহীদ স. ম আলাউদ্দীন

https://patradoot.net/2021/07/11/368645.html

সাতক্ষীরা সদরের খবর

ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ ২৯তম পর্বে বক্তারা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন। শনিবার সকাল ১১টায় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক 'শীর্ষক লাইভ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা -০২ আসনের সংসদ সদস্য, মহিলা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক কাজী মো: সাইফুন নেওয়াজ। প্রেসবিজ্ঞপ্তি

ঢাকানিউজ24

www.dhakanews24.com

http://dhakanews24.com/2021/07/10/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%aa/

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন

জুলাই ১০, ২০২১

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন
নিউজ ডেস্ক: ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ ২৯ তম পর্বে বক্তারা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন।

আজ শনিবার ১১ জুলাই সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায় 'সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক' শীর্ষক লাইভ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা -০২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, মহিলা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক কাজী মো: সাইফুন নেওয়াজ। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে সড়কে প্রতি বছর প্রায় ১.৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন অ-প্রাণঘাতী জখম থাকে। বিশ্বে যতগুলো কারণে মানুষ মারা যায় তাদের মধ্যে ৮ম কারণ হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে আইনকে মেনে চলতে হবে। তাছাড়া মানসম্মত হেলমেট ও ছিটবেল্ট উপরে গুরুত্বরোপ করেন তিনি । তিনি আরোও বলেন, চালককে লাইসেন্স দেওয়ার আগে ভাল করে পরীক্ষা নিতে হবে। অদক্ষ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে লাইসেন্স দেওয়া যাবে না । আইনের পাশাপাশি প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে।

নাদিরা ইসলাম জলি বলেন, বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার অন্যতম কারণ আমরা আইন মেনে চলি না । যত্রতত্র ও অমনযোগী ভাবে রাস্তা পারাপার হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যার মধ্যে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে ,যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। যদি আইন সঠিক ভাবে মেনে চলি, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব ।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও কঠোর আইন আছে । যেটার কিছু সংশোধন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব।

সরকার বর্তমান সড়ক আইনটি পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংশোধনের জন্য সুপারিশ সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে।

Jagobahe24.com news portal

Real time news update

http://jagobahe24.com/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%aa/

- সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন

- সারাদেশ

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন

admin **July 10, 2021** **1 min read**

ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ ২৯ তম পর্বে বক্তারা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন। আজ শনিবার (১১ জুলাই) সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায়" সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক " শীর্ষক লাইভ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা -০২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, মহিলা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি,ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক কাজী মো: সাইফুন নেওয়াজ। তিনি বলেন, বিশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে সড়কে প্রতি বছর প্রায় ১.৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন অ-প্রাণঘাতী জখম থাকে। বিশ্বে যতগুলো কারণে মানুষ মারা যায় তাদের মধ্যে ৮ম কারণ হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। তিনি আরোও বলেন, বাংলাদেশে চালক ও পথচারী উভয়ের জন্য কঠোর বিধান যুক্ত করে কার্যকর করা হয়েছে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮। তবে, বর্তমান আইনটির এখনও কিছু
দূর্বল দিক রয়েছে যার জন্য সড়ক ব্যবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ চলতি বছরে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার।

গাড়ির গতি নিদিষ্ট করে দেওয়া, চালক ও যাত্রীদের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক, মানসম্মত

হেলমেটের ব্যবহার, শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সংশোধিত আইনে অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত জরুরী।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি এমপি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে আইনকে মেনে চলতে হবে। তাছাড়া মানসম্মত হেলমেট ও ছিটবেল্ট উপরে গুরুত্বরোপ করেন তিনি । তিনি আরোও বলেন, চালককে লাইসেন্স দেওয়ার আগে ভাল করে পরীক্ষা নিতে হবে। অদক্ষ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে লাইসেন্স দেওয়া যাবে না । আইনের পাশাপাশি প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে।

নাদিরা ইসলাম জলি এমপি বলেন,বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার অন্যতম কারণ আমরা আইন মেনে চলি না । যত্রতত্র ও অমনযোগী ভাবে রাস্তা পারাপার হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যার মধ্যে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে ,যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। যদি আইন সঠিক ভাবে
মেনে চলি, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব ।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও কঠোর আইন আছে । যেটার কিছু সংশোধন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব।

উল্লেখ্য সরকার বর্তমান সড়ক আইনটি পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংশোধনের জন্য সুপারিশ সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে।

সকালের আলো
চেতনায় ৭১

https://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/39546/32

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন :

সময় : ২০২১-০৭-১০ ১৬:০৫:৫২

প্রেস বিজ্ঞপ্তী

ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ ২৯ তম পর্বে

বক্তারা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন। আজ শনিবার (১১ জুলাই) সকাল ১১ টায় ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ

সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায়” সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক “ শীর্ষক লাইভ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা -০২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, মহিলা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক কাজী মো: সাইফুন নেওয়াজ। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে সড়কে প্রতি বছর প্রায় ১.৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন অ-প্রাণঘাতী জখম থাকে। বিশ্বে যতগুলো কারণে মানুষ মারা যায় তাদের মধ্যে ৮ম কারণ হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। তিনি আরোও বলেন, বাংলাদেশে চালক ও পথচারী উভয়ের জন্য কঠোর বিধান যুক্ত করে কার্যকর করা হয়েছে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮। তবে, বর্তমান আইনটির এখনও কিছু দূর্বল দিক রয়েছে যার জন্য সড়ক ব্যবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ চলতি বছরে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার। গাড়ির গতি নিদিষ্ট করে দেওয়া, চালক ও যাত্রীদের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক, মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার, শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সংশোধিত আইনে অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত জরুরী।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি এমপি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে আইনকে মেনে চলতে হবে। তাছাড়া মানসম্মত হেলমেট ও ছিটবেল্ট উপরে গুরুত্বরোপ করেন তিনি । তিনি আরোও বলেন, চালককে লাইসেন্স দেওয়ার আগে ভাল করে পরীক্ষা নিতে হবে। অদক্ষ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে লাইসেন্স দেওয়া যাবে না । আইনের পাশাপাশি প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে।

নাদিরা ইসলাম জলি এমপি বলেন,বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার অন্যতম কারণ আমরা আইন মেনে চলি না । যত্রতত্র ও অমনযোগী ভাবে রাস্তা পারাপার হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যার মধ্যে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে ,যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। যদি আইন সঠিক ভাবে মেনে চলি, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব ।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও কঠোর আইন আছে । যেটার কিছু সংশোধন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব।

উল্লেখ্য সরকার বর্তমান সড়ক আইনটি পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংশোধনের জন্য সুপারিশ সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে।

metronews24
Your Trusted News Portal in Bangladesh.com

https://metronews24.com/%e0%a6%b8%e0%a7%9c%e0%a6%95-%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%98%e0%a6%9f%e0%a6%a8%e0%a6%be-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%aa/

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন

ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত করোনা সংলাপ ২৯ তম পর্বে বক্তারা বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন কঠোর আইন ও বাস্তবায়ন।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সঞ্চালনায়" সুরক্ষিত জীবনের জন্য নিরাপদ সড়ক " শীর্ষক লাইভ আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন সাতক্ষীরা -০২ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি, মহিলা সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য নাদিরা ইয়াসমিন জলি, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান এবং গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েট এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক কাজী মো: সাইফুন নেওয়াজ। তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান মতে, বিশ্বে সড়কে প্রতি বছর প্রায় ১.৩

মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং ২০ থেকে ৫০ মিলিয়ন অ-প্রাণঘাতী জখম থাকে। বিশ্বে যতগুলো কারণে মানুষ মারা যায় তাদের মধ্যে ৮ম কারণ হচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা।

তিনি আরোও বলেন, বাংলাদেশে চালক ও পথচারী উভয়ের জন্য কঠোর বিধান যুক্ত করে কার্যকর করা হয়েছে বহুল আলোচিত সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮। তবে, বর্তমান আইনটির এখনও কিছু দূর্বল দিক রয়েছে যার জন্য সড়ক ব্যবহারকারীরা আইন লঙ্ঘন ও দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ চলতি বছরে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন সরকার।

গাড়ির গতি নিদিষ্ট করে দেওয়া, চালক ও যাত্রীদের জন্য সিটবেল্ট ব্যবহার বাধ্যতামূলক, মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার, শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন নিশ্চিত করা ইত্যাদি সংশোধিত আইনে অন্তর্ভূক্ত করা একান্ত জরুরী।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মোস্তাক আহমেদ রবি এমপি বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে আইনকে মেনে চলতে হবে। তাছাড়া মানসম্মত হেলমেট ও ছিটবেল্ট উপরে গুরুত্বরোপ করেন তিনি । তিনি আরোও বলেন, চালককে লাইসেন্স দেওয়ার আগে ভাল করে পরীক্ষা নিতে হবে। অদক্ষ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাউকে লাইসেন্স দেওয়া যাবে না ।

আইনের পাশাপাশি প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে। নাদিরা ইসলাম জলি এমপি বলেন,বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা হওয়ার অন্যতম কারণ আমরা আইন মেনে চলি না । যত্রতত্র ও অমনযোগী ভাবে রাস্তা পারাপার হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে।

বর্তমান সরকার দেশের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। যার মধ্যে সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ উল্লেখযোগ্য। তবে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে ,যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। যদি আইন সঠিক ভাবে মেনে চলি, তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব ।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রাকিবুর রহমান বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আমাদের স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ধাপে ধাপে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও কঠোর আইন আছে ।

যেটার কিছু সংশোধন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। উল্লেখ্য সরকার বর্তমান সড়ক আইনটি পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো সংশোধনের জন্য সুপারিশ সমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে।

https://tbarta24.com/strict-laws-and-implementation-are-needed-to-prevent-road-accident/

Strict laws and implementation are needed to prevent road accident

A live discussion program titled " Corona Dialogue Episode 29: Safe Roads for a Safe Life" was held at 11.00 am on Saturday (July 10) organized by Dhaka Ahsania Mission Health Sector.

A heroic freedom fighter Mir Mushtaque Ahmed Robi, Member of Parliament (Satkhira-02), Nadira Yasmin Jolly, Member of Parliament for Women Reserved seat-42, Khandaker Rakibur Rahman, Executive Director of Dhaka Transport Coordination Authority, Global Road Safety Advocacy and Grant Program Manager Taifur Rahman took part in the discussion. The discussants all are agreed that strict laws and their proper implementation are needed to prevent road accidents in Bangladesh. The program was moderated by Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector of Dhaka Ahsania Mission. Kazi Md. Shifun Newaz, Assistant Professor, Accident Research Institute of BUET, presented the keynote paper at the event. He said that according to the World Health Organization, about 1.3 million people die on the roads every year in the world, and 20 to 50 million non-fatal injuries occur. Road accidents are the 8 the leading cause of death in the world and the first leading cause of young people. He also said that the Road Transport Act 2018 has been

implemented in Bangladesh by adding strict provisions for both drivers and pedestrians. However, there are still some gaps in the current law for which road users are being victims of violations and accidents. The government has again taken the initiative to amend the Act this year. It is imperative to include in the amended law specifying the speed of the vehicle, mandatory use of seatbelts for drivers and passengers, use of standard helmets, ensuring safe seats for children, etc.

Heroic freedom fighter Mr Mushtaque Ahmed Robi, MP said, " We have to change our mentality to prevent road accidents and abide by the law." He also emphasizes standard helmets and seatbelts for all.

He added that the driver must be thoroughly tested before being licensed. Licenses cannot be issued to incompetent or underage people/drivers.

Everyone needs to be aware of the law as well. Nadira Islam Jolly MP said, "One of the reasons for road accidents in Bangladesh is that we do not follow the law. Road accidents are constantly happening due to frequent and inattentive road crossings.

The present government has taken various steps for the development of the country. Of which Road Transport Act-2018 is significant. But we all have to be aware; we have to fulfill our responsibilities properly.

If the law is followed properly, it is possible to prevent road accidents." Khandaker Rakibur Rahman, Executive Director of the Dhaka Transport Coordination Authority, said, " We need to formulate short-term and long-term plans to prevent road accidents and implement them step by step." Taifur Rahman said that different countries around the world have been able to control road accidents through enacting strict law and its proper enforcement. Bangladesh also has strict laws. It is possible to reduce road accidents through some amendments and their proper implementation.

Note that the government has taken initiative to revise the existing law and Dhaka Ahsania Mission has submitted the recommendations to the concerned ministry for amending the significant sections.